মুজিবনগরে মসজিদ নির্মাণ নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন, এলাকাবসির মানববন্ধন

ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি পত্রিকাতে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসি।

বুধবার (৯ নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগর হাইওয়ে রোডের শিবপুর গ্রাম সংলগ্ন হিড়িগাড়ির মাঠ নামক স্থানে নির্মাণাধীন মসজিদের সামনে আধা ঘন্টাব্যপি এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সাবেক সেনা সদস্য ও মসজিদ নির্মাণ কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম গাজী, মসজিদ কমিটির সহসভাপতি ও ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বজলুর রশিদ গাইন, স্থানীয় সরকারি চাকুরীজীবি আনিসুজ্জামান শুভসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

তারা বলেন, মুজিবনগর বাইপাস সড়কের টেংরামারি ও শিবপুর মাঠের মধ্যে এলাকার সব্জীসহ অন্যান্য ফসল কেনার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অর্ধশত ট্রাক নিয়ে আসেন। এখানে প্রতিনিয়ত ৪/৫ শ মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। সেদিক বিবেচনা করে স্থানীয় মোনাখালি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইনের নেতৃত্বে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হিলিগাড়ির মাঠ নামক স্থানে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগকে সাগত জানিয়ে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হাজী গোলাম হোসেন মসজিদের জন্য একটি জমি দান করেন। সেই দানকৃত ও সরকারি খাস জমির উপর এলাকার মানুষজন মিলে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় আওয়ামীলীগের অপর নেতা মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম।

পরে সে স্থানীয় আওয়ামীলীগের ইউনিয়ন সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা

গাইন, সাকেত সেনা সদস্য হাবিবসহ ৮/১০ জন সম্মানিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের মাদক ব্যবসায়ী, ইভটিজিংকারী ও চাঁদাবাজ উল্লেখ করে মিথ্য কল্পকাহিণী লিখে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এবং ১৪৫ ধারা জারি করে মসজিদটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পায়তারা করেন। রবিউল ইসলামের সাথে আতাঁত করে স্থানীয় পত্রিকা মাথাভাঙ্গাতে গত ২৯/১০/২০২২ ইং তারিখে একটি মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগ তুলে এলাকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা মিথ্যা আবেদনকারি রবিউল ইসলাম ও পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বলেন, রবিউল ইসলাম একজন দুধর্ষ প্রকৃতির লোক। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সে ১৯৭১ সালের পর নকশাল তৈরী করে এলাকায় চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও ডাকাতির মত ঘটনা ঘটিয়েছেন। সে একটি ডাকাতি মামলায় আদালত কর্তৃক ৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সম্প্রতি সে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়। তার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারের নারীদের যৌণ হয়রানিসহ নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। শুধু এই রবিউল মন্ডলের অত্যাচার ও নির্যাতনের কারনে এলাকার ২২ টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে বল্লভপুর গ্রামে পালিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

এছাড়া সে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম লেখানোর উদ্যোশ্যে তার আপন বড় ভাই নজরুল মন্ডলের চেয়ে ১ বছর বাড়িয়েছেন। ভোটার তালিকায় দেখা গেছে বড় ভাই নজরুল মন্ডলের জন্ম তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১ সাল। অথচ মেঝো হয়েও রবিউল ইসলাম তার জন্ম হয়েছে এক বছর আগে। তার জন্ম তারিখ দেওয়া আছে ১ মে ১৯৫০ সাল। নিজে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও এলাকার অনেকের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর জন্য টাকা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে বিরুদ্ধে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তারা পত্রিকার সংবাদিক ও রবিউল মন্ডলের বিরুদ্ধে তিন জন ব্যক্তি মানহানি মামলা করেছেন বলেও জানান তারা।

জীবননগরে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

জীবননগরে ভতুকিতে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি যন্ত্রপাতি, রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ ও মসুর ফসল উৎপাদনে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্রর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও বীজ বিতরণ করেন,চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য, হাজী আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মোতুজা,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃসালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) আব্দুল খালেক,সাবেক পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

জীবননগরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উদ্বোধন

জীবননগরে দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক,জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ শাহ,আন্দুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা প্রমুখ।

মেহেরপুর মল্লিক পাড়ায় ফুড হাব এর উদ্বোধন

স্বল্প মূল্যে উন্নত খাবারের প্রত্যয় নিয়ে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পুকুর পাড়ে স্থাপিত হয়েছে ফুড হাব নামের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্ট।

বুধবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর মল্লিক পুকুর পাড়ে ফুড হাব রেস্টুরেন্টে এর উদ্বোধন করা হয়।

এসময় ফুড হাব রেস্টুরেন্টে স্বত্বাধিকারী সাকিব মাহমুদ বাপ্পি মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

ফুড হাব রেস্টুরেন্টে স্বত্বাধিকারী সাকিব মাহমুদ বাপ্পি বলেন

আমার এই রেস্টুরেন্টে স্বল্প প্রাইজে উন্নতমানের খাবার যা মেহেরপুরে অন্য কোন রেস্টুরেন্টে পাওয়া যাবে না।

মেহেরপুরে আগাম শিম চাষে ঘুরে দাড়িয়েছেন চাষীরা

সব্জীভান্ডার খ্যাত মেহেরপুর জেলায় চলতি মৌসুমে আগাম শিম চাষে ভাল ফলন ও দাম পাচ্ছেন চাষীরা।

বর্তমান বাজার দর ও আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি এক লাখ টাকা পর্যন্ত শিম বিক্রির আশা করছেন জেলার কৃষকরা।
মুজিবনগরের কোমরপুর, ইসলামপুর, গোপালপুর, টুঙ্গি, সোনাপুর, বলিয়ারপুর, আশরাফপুর, নুরপুরসহ আশেপাশের বিস্তির্ণ মাঠ জুড়ে দেখা যাচ্ছে শিমের বাগান।

যতারপুর গ্রামের শিম চাষী নাসির উদ্দীন বলেন, আমি ২ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। তিনি বলেন এক বিঘা জমিতে শিম চাষ করতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ মন শিম উৎপাদন হয়ে থাকে।

যতারপুর গ্রামের ফিরাতুল ইসলামের ১ বিঘা, আব্দুল হান্নানের ২ বিঘা, লিটন হোসেনের ২ বিঘা, হারুন আলীর দেড় বিঘা, আশরাফ আলীর দেড় বিঘা, কাঁঠালপোতা গ্রামের আব্দুস সাত্তার মিয়ার দেড় বিঘা, রতন আলীর দেড় বিঘা, কামাল হোসেনের ৩ বিঘা, বাবলু হোসেনের আড়াই বিঘা, জমির উদ্দীনের ৩ বিঘা, পিরোজপুর গ্রামের উজির উদ্দীনের ২ বিঘা, আব্দুল গফুরের ২ বিঘাসহ এলাকার প্রায় ৭০০ চাষী শিম চাষী এই চাষ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। যতারপুর গ্রামের আব্দুল গফুর বলেন, এলাকার চাষীরা অটো, বিস্কুট, হাবিব জাতের শিম চাষ করে থাকেন।

কোমরপুর গ্রামের উজির আলী বলেন, এলাকা থেকে প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক শিম দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়। বিশেষ করে ঢাকা, চিটাগাং, বরিশাল, সিলেট খুলনাতে এলাকার চাষীরা শিমের বাজার ধরে থাকে।

মেহেরপুর জেলায় চাষীদের কাছে অর্থকরী ফসল একটি শিম চাষ। শিম চাষ করে এলাকার অনেক চাষী তাদের ভাগ্য বদলিয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও চাষীরা আগাম শিম চাষ করেছে।

শি চাষী আব্দুস সাত্তার মিয়া জানান, এলাকার চাষীরা প্রথমদিকে ১২০ টাকা কেজি দরে সিম বিক্রি করেছেন। বর্তমানে শিম ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে পাইকারী বিক্রি করছে চাষী। ফলন ভাল হওয়ায় এই দামেই খুশি তারা। এবার বিঘা প্রতি শিম চাষে চাষীদের খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকা।

কৃষি বিভাগের হিসেবে এবার জেলায় আগাম শিম চাষ হয়েছে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে।

চাষীরা জানান, ইতোমধ্যে শিমের ভাল দাম পেয়ে শিম বিক্রি করে খরচের টাকা তুলে নিয়েছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শঙ্কর কুমার মুজুমদার জানান, এই ফলন যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য শিমের রোগবালাই প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা।

কোটচাঁদপুরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্ভোধন

উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ ‘ এ শ্লোগানে কোটচাঁদপুরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্ভোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ মেলার উদ্ভোধন করা হয়।

উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ

হোসেন, সহকারি কমিশনার(ভুমি) নিরুপমা রায়, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার বিশ্বাস, কৃষি কর্মকর্তা মহাসিন আলী, সমাজসেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম,পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা,পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা চম্পা অধিকার।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা। উদ্ভাবনী মেলায় ২২ টি স্টোল স্থান পেয়েছেন। এর আগে উপজেলা চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। পরে শোভাযাত্রাটি বিদ্যুৎ অফিস মোড়, বাজেবামনদহ তেল পাম্পের সামনে থেকে ঘুরে এসে উদ্ভোধনী মেলার আলোচনা সভায় মিলিত হন।

এরপর অতিথি বৃন্দরা স্টোল পরিদর্শন করেন। বিকালে পুরস্কার বিতরনের মধ্যদিয়ে মেলার সমাপ্তি হবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ শিলা বেগমের।

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এএলআরডি’র সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

গতকাল বুধবার সকালে মউকের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আজগর আলী, সাবেক ইউপি সদস্য শহীদুল্লাহ ও সমাজসেবক আব্দুর রকিব।

সভায় কৃষি উৎপাদন, সম্ভাব্য খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তা পারিবারিক কৃষি ও ক্ষুদ্র চাষীদের ভূমিকা, সংকট ও নাগরিকদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা উঠে আসে।

সভায় এলাকার ১২টি নারী জনসমবায় দলের ৩০জন দলীয় নেতা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের এনিমেটর মোঃ

মেহেরপুরে হুইল চেয়ার ও অনুদানের চেক বিতরণ

জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক অনুদানের চেক ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ৮৯ জনকে ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার চেক, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৭৫টি, জেলা সমাজসেবা কল্যাণ কমিটি থেকে ২০টি এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২টিসহ মোট ৯৭টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৮টি এবং জেলা সমাজসেবা থেকে ৬টি মোট ১৪ টি হিয়ারিং এইড প্রদান করা হয়।

হুইল চেয়ার পেয়ে সদর উপজেলার নবিছদ্দিন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধী হয়ে এখন আর কারো মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। নিজের ছোটখাটো কাজ গুলো নিজেই করতো পারবো।

দামুড়হুদায় গ্রামাঞ্চলের বাড়ি বাড়ি শোভা পাচ্ছে চালকুমড়া: বড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি গৃহিনীদের

দামুড়হুদায় আর অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হবে কুমড়া, মুলা ও পেঁয়াজের বড়ি’র উৎসব।গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ঘরের চাল, মাচায় আর বাড়ির ছাঁদে শোভা পাচ্ছেন গাড় সাদা রঙের চালকুমড়া।

চালকুমড়ার জালি আর পরিপক্ব চালকুমড়া গ্রামীণ জনপদের সাথে সাথে শহরের মানুষেরও মাঝেও বেশ পরিচিত।জনপ্রিয় এ সহজলভ্য চাল কুমড়ার জালি সবজি তরকারি হিসেবে বেশ পরিচিতও বটে। গ্রামাঞ্চলের ঘরের চালে ,টিন ও ছাঁদে এ সবজি ফলানো হতেন বহু আগে থেকেই ফলে এটি চাল কুমড়া নামে সকলের কাছে সুপরিচত।

কুমড়া শুধু এখন রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, খড়ি ঘরের চালে নয় বরং এটি এখন মাঠের জমিতেও চাষ করা হচ্ছে, ফলনও ভালো হওয়ায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। তবে যারা মাঠে এ সবজি চাষ করে থাকেন তারা মুলতঃ কচি চাল কুমড়া করে সবজি হিসেবে বিক্রয় করে থাকেন। এ গাছের কচি পাতা শাক হিসেবেও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। সবুজ ছোট চাল কুমড়া তরকারির হিসেবে ব্যবহার হলেও তা বড় হওয়ার সাথে সাথে সবুজ রঙ পরিবর্তন হয়ে চুনের মতো গাড় সাদা রঙের রূপ ধারণ করেন।আর পরিপূর্ণ সাদা রঙে পরিপক্ব হলে তা তা আর সবজি হিসেবে খাওয়া যায়না। এসময় ঐ চাল কুমড়া দিয়ে গ্রামীণ জনপদ সহ শহর অঞ্চলের মা,বোন, বধূরা মাসকলাই এর ডাল আর চাল কুমড়া দিয়ে কুমড়া বড়ি তৈরি করে থাকেন।

দামুড়হুদা উপজেলার সকল গ্রামের বাড়িতে টিন,গোয়াল ঘরের চালে,পাকাঁ ঘরের ছাঁদে কিংবা বাসাবাড়িতে আঙ্গিনায় বাঁশ ও কুঞ্চি দিয়ে তৈরি করা চালের মাচা গুলোতে সাদা চুনের মতো চালকুমড়া শোভা পাচ্ছেন।আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই জেলা শহর সহ উপজেলার সকল গ্রামের পাড়া- মহল্লায় সাদা চুন ধরা পরিপক্ব এ চালকুমড়াগুলো দিয়ে সুস্বাদু বড়ি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করবেন গ্রামের গৃহিণী সহ নববধূরা। জালি অবস্থায় এ চাল কুমড়া পুষ্টিকর সবজি হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়।

বাকি রয়েছে ঘরের টিনের চাল থেকে কুমড়া পারার। তিনি আরো বলেন, এ কুমড়ো গুলোর মধ্যে কিছু নিজেরা বড়ি দিব, কিছু ছেলে – মেয়ে সহ আত্মীয় – স্বজনদের দিতে হবে।আর বাকি গুলো বিক্রি করব। কুমড়া বিক্রি টাকা থেকে চাল,বাজার কিনি।নিজেরা বড়ি দিব তার ডাল কিনব। এরই মধ্যে বাজার না থাকার জন্য দুইদিন আগে ২ টা কুমড়া বিক্রি করেছি ২৫০ টাকায়।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ‘ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মোঃ মাসুম আব্দুল্লাহ’র সাথে কথা বললে তিনি জানান,চালকুমড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আবহমান কাল থেকেই চাষ হয়ে আসছে। চাল কুমড়া চাষের আগে অবশ্যই যে কাজটি করতে হবে তা হল উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।গ্রামীন জনগোষ্ঠী তাদের বাড়ির উঠান , রান্নাঘর, গোয়াল ঘরের সহ বিভিন্ন স্থানে চালকুমড়ার বীজ রোপন করেন। নিয়মিত গাছে পানি দেয়া, জৈব সার দেয়া ও পরিচর্যার মাধ্যমে গাছটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে।

গাছে ফল আসার পর সবজি হিসেবে খাওয়ার পাশাপাশি বড়ি তৈরি কারার জন্য পরিপক্ব করে থাকেন। ফলে একদিকে যেমন তারা পুষ্টিকর সবজি খেতে পারচ্ছেন এবং প্রক্রিয়াজাত সুস্বাদু, পুষ্টিকর বড়ি তৈরি করে নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি বাজারে বিক্রয় করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যবহার করে তরুণ উদ্যোক্তারা অনলাইনে এই বড়ির বাজারজাত করছে। এতে অসংখ্য মহিলার কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমাদের বাংলাদেশ সারাবছরই চালকুমড়া চাষ করা যায়।

ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস পালিত

‘টেকসই উন্নয়নে-নবায়নযোগ্য জ্বালানী ’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস ও ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আইডিইবি জেলা শাখার আয়োজনে বুধবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্র নাথ রায়, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহারিয়ার জাহেদী হিজল, আইডিইবি জেলা শাখার সভাপতি ইয়াছিন আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্সী আবু জাফরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, দেশের উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বাড়াতে প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।